বিভাগীয় পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলনের জন্য খসড়া অবস্থানপত্র, ৩০ জুন, ২০১৯

জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে (আইএনজিও) বাংলাদেশে মনিটরিং এবং কলাকৌশলগত সহায়তায় সীমাবদ্ধ থাকতে হবে

স্থানীয় সিএসও/এনজিওদের মানবিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সম-অংশীদার হিসেবে নেতৃত্বে আসতে সবার সহযোগিতা চাই

১. আগামী ৬ জুলাই, ২০১৯, ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে দিনব্যাপী বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিওদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশ থেকে প্রায় ৬শ-৭শ এনজিও প্রতিনিধি সেখানে অংশ নিবেন, আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে প্রায় ৭ জন অতিথি বক্তা এবং দেশ থেকে প্রায় ১৫ জন প্যানেল আলোচক থাকবেন। বরেণ্য অর্থনীতিবিদ এবং পরিবেশবিদ ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিজ মিয়া সাপো উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন। সমাপনী বক্তব্য রাখবেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। উক্ত সম্মেলনে আমরা ইতিমধ্যে প্রণীত আমাদের দায়বদ্ধতার সনদ, প্রত্যাশার সনদ (যা আমরা জাতিসংঘ, সরকার এবং আইএনজিওগুলোর কাছে আশা করি) এবং স্থানীয় এনজিওরা এসজিডিজি/মিশন ২১-অর্জনে কিভাবে সহয়তা করছি তা ঘোষণা করা হবে।

২. উপরোক্ত সনদগুলো গত দুই বছরে সারা দেশে "আত্মমর্যাদাশীল সিএসও/এনজিও সেক্টর ও স্থানীয়করণের উপর অরিয়েন্টশন" এই শিরোনামে অনুষ্ঠিত কর্মশালার অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। যেখানে উন্নয়ন কার্যকারিতা (Development Effectiveness), অংশীদারিত্বের নীতিমালা (Principle of Partnership), চার্টার ফর চেঞ্জ (Charter 4 Change) এবং গ্রান্ড বারগেন (Grand Bargain) এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো, যেখানে স্থানীয় এনজিওদের মানবিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের স্থায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতার জন্য নেতৃত্বে নিয়ে আসতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মনটেরেরি কনসেনশাস (২০০২) থেকে নাইরোবি ঘোষণা (২০১৬) এর উন্নয়ন কার্যকারিতার আলোচনায় স্বীকার করে নিয়েছে যে, রাষ্ট্র ও বাজার/ বেসরকারি খাতের মতো সিএসও/এনজিওগুলোর ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Global Partnership for Effectiveness Development Partnership (GPEDC) কমিটি রয়েছে, যারা এই অবস্থান বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকে, যেখানে বাংলাদেশ কো-চেয়ার বৈকি!

অংশীদারিত্বের নীতিমালা (Principle of Partnership) বিশ্বব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সকল অঙ্গসংস্থা, বিশ্বব্যাংক, রেডক্রস-রেড ক্রিসেন্ট সহ বড় বড় এনজিওরা প্রায় সবাই স্বাক্ষর করে। যেখানে সমতা (Equality), স্বচ্ছতা (Transparency), ফল ভিত্তিক পদ্ধতি (Result-oriented approach), এবং দায়িত্ব

(Responsibility), পরিপূরকতা (Complementarity) শর্তসমূহের কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

চার্টার ফর চেঞ্জ (C4C) ২০১৫ সালে বিশ্বের প্রায় ৫২টির মতো আন্তর্জাতিক এনজিও স্বাক্ষর করে, যেখানে ৮টি শর্তের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে, যেখানে স্থানীয় এনজিওদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গ্রান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হয় ২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে। এটা জাতিসংঘের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড হিউমানিটারিয়ান সামিটের ৩ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী আলোচনার পর ১০টি ধারার ৫২টি নির্দেশকের ভিত্তিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে এই প্রথম স্পষ্টভাবে স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, স্থানীয়করণ এসব বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। জাতিসংঘের প্রায় সকল অঙ্গসংস্থাসহ, প্রায় সকল দাতাসমূহ এবং আইএনজিওদের সকল নেটওয়ার্ক এই চুক্তি স্বাক্ষর করে।

এই সকল চুক্তিসমূহের মূল কথা হচ্ছে, (১) মানবিকতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিও/সিএসওকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়ে অংশীদার হিসেবে গণ্য করতে হবে, (২) স্থায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতার জন্য স্থানীয় এনজিও সিএসওদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (৩) সকল সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতার মাধ্যমে বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের কাছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে, (৪) সকল মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, এর মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিরোধ করা যায়, ব্যবস্থাপনা বা লজিস্টিক্যাল খরচ কমানো যায়, সর্বোপরি সবার পরিচালন ব্যয়ও কমানোর চেষ্টা করা যায়।

কিন্তু বিশ্ব পর্যায়ে এই চুক্তিগুলো শুধু চুক্তিই। স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো এর বাস্তবায়ন খুব কমই করেছে। যে কারণে আমরা নিচের দিক থেকে সবাইকে সচেতন করে বিষয়গুলো বাস্তবায়নের দাবি করছি।

৩. গত ২ বছরে এই চুক্তিগুলোর বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি আমরা বিশেষ করে ৮টি বিভাগে সিএসও/এনজিও সমাবেশ করে কর্মশালা করেছি, যেখানে আমরা নিজেদের দায়বদ্ধতার সনদ তৈরি করেছি। আমরা কিভাবে আমাদের মূল্যবোধ নিশ্চিত করবো ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হবো, তার একটি কৌশল বা অঙ্গীকারমালা তৈরি করেছি। যা ৬ জুলাই আমরা ঢাকায় ঘোষণা করবো। পাশাপাশি আমরা একটি প্রত্যাশার সনদ তৈরি করেছি, যাতে আমরা একটি সার্বভৌম, স্থায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ সিএসও/এনজিও খাত হিসেবে গড়ে উঠার সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছি। এই প্রত্যাশার প্রধান প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে– (১) সরকারকে আমাদের কাজও যে সরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমান গুরত্বপূর্ণ–তার স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের সম্মান ও শেষ জীবনে পেনশনের সুবিধা দিতে হবে, (২) নতুন কোন আইন করে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, নিবন্ধন ও যাচাই প্রক্রিয়া (Verification) সহজ করতে হবে, (৩) জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আইএনজিওগুলোকে শুধুমাত্র মনিটরিং এবং কৌশলগত সহায়তায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, (৪) জাতিসংঘ সংস্থা এবং আইএনজিওগুলোকে তাদের অংশীদারিত্বের নীতিমালা তৈরি করে, স্বচ্ছতা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অংশীদার নির্বাচন করতে হবে, (৫) খরচের মধ্যে

বিলাসিতা এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে, আয় ব্যয়ের পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রকাশ করতে হবে, যেখানে ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অংশীদারদের জন্য ব্যয়, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে কত যাচ্ছে তার বিবরণ ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনগণ ক্রমাগতভাবে মানিটর করে কিভাবে খরচ কমানো যায়, তা বলতে পারে।

৪. আমরা আমাদের এই প্রত্যাশা ও দায়বদ্ধতার সনদ বাস্তবায়নের জন্য 'বাংলাদেশ সিএসও ও এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া' নামের একটি ফোরাম তৈরি করেছি। যার মাধ্যমে আমরা সিএসও/এনজিওদের প্রধান শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং একটি সার্বভৌম, দায়বদ্ধ ও স্থায়িত্বশীল এনজিও খাত গড়ে তোলার জন্য প্রচারণা এবং আলোচনা (নেগোশিয়েশন) চালিয়ে যাব। আমরা গণমাধ্যমের বন্ধুদেরসহ সবার সহযোগিতা কামনা করি।

বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের নাম, সংগঠন ও ফোন নং